নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী

১। রুপকল্প (Vision): টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পিত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ।

২। অভিলক্ষ্য (Mission): দূর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা পূর্বক রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সমন্বিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচিতি:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী সংস্থা। ১৯৬৫ সালের ১৭ জুলাই এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠিত হয়। এটি নগর ও শহর পরিকল্পনার জন্য সরকারের একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যার প্রধান কার্যালয় ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। সৃষ্টির শুরু থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা ঐসব এলাকাসমূহের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বর্তমানে রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং কক্সবাজারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসের কার্যক্রম চলমান আছে। রাজশাহী মহানগরীর সপুরাতে রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস বিদ্যমান যা ১৯৮৫ সাল থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আঞ্চলিক অফিসের অফিস প্রধান হলেন একজন সিনিয়র প্ল্যানার। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(১) নগরায়ন, নগর এলাকার ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

(২) দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন শহর যথাঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ও রাজশাহী ব্যতিত সকল নগর এলাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নগর এলাকার অভ্যন্তরে এলাকা ভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নকশা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করা;

(৩) নগরায়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করা ও ভবিষ্যতে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশ ব্যাপী নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থান নির্ণয় করা;

(৪) ভৌত পরিকল্পনা এবং নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্দ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা বের করা।

এছাড়াও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভূক্ত এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক চাহিত ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক অনাপত্তিপত্র প্রদান করে থাকে।

৪। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উল্লেযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রমঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর আশির দশকে ৫০টি জেলা শহর এবং ৩৯২ টি উপজেলা শহরের ল্যান্ড ইউজ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। তাছাড়া সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা, কক্সবাজার শহর ও টেকনাফ পর্যন্ত সাগর সৈকতের মহাপরিকল্পনা, ১৪ উপজেলার মহাপরিকল্পনা, বেনাপোল-যশোর হাইওয়ে করিডোরের মহাপরিকল্পনা, ময়মনসিংহের কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা, মীরসরাই উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মহাপরিকল্পনা এবং পায়রা কুয়াকাটা এলাকার জন্য সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলমান রয়েছে।

৪.১। রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রমঃ

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস ২০০৫ সালে লালমনির হাট জেলার পাটগ্রাম পৌরসভার ল্যান্ড ইউজ মাস্টার প্ল্যানের (আংশিক) কাজ সম্পন্ন করে এবং ২০১৩ সালে গাইবান্ধা জেলার ফুলছুড়ি উপজেলার ল্যান্ড ইউজ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে।

৪.২। রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমঃ

বিভিন্ন অর্থ-বছরে রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস নিম্নলিখিত গবেষণা কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করেঃ

২০১৪-২০১৫: A Study of Chouhali Upazilla and It's Effects Due to River Erosion, June 2015;

২০১৫-২০১৬: রাজশাহীতে শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বিসিক শিল্প এলাকা পর্যালোচনা, জুন ২০১৬;

২০১৬-২০১৭: আশির দশকে উপজেলা শহরের জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিরূপণ ও পর্যালোচনা, প্রেক্ষিতঃ পুঠিয়া উপজেলা, রাজশাহী, জুন ২০১৭;

২০১৭-২০১৮: পরিকল্পিত নগরায়নের অগ্রগতি বিশেষণ প্রেক্ষিতঃ বাঘা উপজেলা, রাজশাহী, জুন ২০১৮ ও মোহনপুর উপজেলার নগরায়ন বিষয়ক গবেষণা, জুন ২০১৮ এবং

২০১৮-১৯: গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়ন বিষয়ক গবেষণা, জুন ২০১৯

৪.৩। পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ:

৪.৩.১। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

রংপুর বিভাগের (বৃহত্তম রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের) ৫৮টি উপজেলার মোট ১৬৩১৮ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকার জন্য "রংপুর বিভাগের সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" এবং এবং রাজশাহী বিভাগের ৬৮টি উপজেলার সর্বমোট ১৮১৯৪ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকার জন্য "রাজশাহী বিভাগের সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" শিরোণামে সমন্বিত দূর্যোগ সহনীয় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দুইটি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৩.১.১। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

১। প্রকল্প এলাকার ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

২। প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন দূর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সম্ভাব্য অভিযোজন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক প্রকল্প এলাকাকে স্থিতিস্থাপক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমন্বিত দূর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাসহ সুষ্ঠু নগরায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা; এবং

৩। প্রকল্প এলাকার পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ বসতির ক্রমান্বয়ে একীভূতকরণের পরিকল্পনার নীতিমালা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.৩.২। রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন আট উপজেলার সমন্বিত কৌশলগত দূর্যোগ সহনীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাঃ

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কেন্দ্রস্থল থেকে ২৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এলাকাকে Emergency Planning Zone (EPZ) বিবেচনা করে ভবিষ্যতে এ এলাকার সকল ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড একটি পরিকল্পিত উপায়ে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Emergency Planning Zone (EPZ) সংলগ্ন আটটি উপজেলার জন্য সমন্বিত কৌশলগত দূর্যোগ সহনীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্প প্রস্তাবনাটি অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৩.২.১। প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অঞ্চলের ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিমালা তৈরি করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে হ্রাস করে বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি নিরসনকল্পে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা অঞ্চলের জন্য সম্ভাব্য অভিযোজন কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) প্রস্তাবিত এলাকার গ্রোথ সেন্টারগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ বসতীর ক্রমান্বয়ে একত্রীভূত করনের নীতিমালা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং

(ঘ) প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং এই অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনমানকে সংহত ও ব্যাপক পদ্ধতিতে ভবিষ্যতের পরিবর্তনগুলোর সাথে সমন্বিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর কাঙ্খিত ফলাফলঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার দূর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা সাপেক্ষে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়ে অভূতপূর্ব অর্জন সম্ভব হবে।

১। উপ আঞ্চলিক পরিকল্পনা
২। গ্রামীণ পরিকল্পনা
৩। নগর পরিকল্পনা
৪। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
৫। কৃষি ও অর্থনীতি
৬। পর্যটন
৭। দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং
৮। পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান